চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২০ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতকালে মেয়র

নবনির্বাচিত পরিষদ চট্টগ্রাম নগরীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, তথ্য প্রযুক্তির কারণে পৃথিবী আজ গ্লোবাল ভিলেজ বৈশ্বিক গ্রাম। তাই আমার যতো উন্নয়নই করিনা কেন? প্রান্তিক জনপদে সেই উন্নয়ন যদি স্পর্স না হয়, সঠিক উন্নয়ন কোনদিন দৃশমান হবে না। এই জন্য নগর উন্নয়নের সাথে গ্রামের উন্নয়নের সাদৃশ্য বজায় রাখতে হবে। তিনি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ নিবার্চন শান্তিপূর্ন ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করায় নির্বাচন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সকলকে ও ভোটাদের অভিন্দন জানান। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনের মেয়র দপ্তরে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য প্রকৌশলী ইসলাম আহমেদের নেতত্ব একটি প্রতিনিধি দল সিটি মেয়রের সাথে সাক্ষাত করে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদানকালে তাঁদের উদ্দেশ্য তিনি একথা বলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, আতাউল্লা চৌধুরী, আবুল হাসানাত মো. বেলাল, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জসিম উদ্দিন, কর্নফুলী উপজেলা যুবলীগ নেতা ইরফান মাসুদ, সাহাবুদ্দিন, উপজেলা ছাত্র লীগের যুগ্ম আহবায়ক সাইদুল ইসলাম টুটুল, রাভেল প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সাথে নগরীর উন্নয়নে অনেক দিক রয়েছে। বিশেষ করে মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, কবর স্থান, শ্মশান সংস্কার কাজে মন্ত্রণালয় থেকে একটি বাজেট প্রদান করা হয়। নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান এ.টি.এম পেয়ারুল ইসলাম তাঁর নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে যে পরিষদ গঠন করবেন সে পরিষদ চট্টগ্রাম নগরীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন বলে আশবাদ ব্যক্ত করেন।

নব নির্বাচিত সদস্য প্রকৌশলী ইসলাম আহমেদ বলেন, আমি নিজেই একজন শ্রমিক সংগঠক। আমি নগরীর উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডে বসবাস করি। সে ক্ষেত্রে নগরীর উন্নয়নে কোন সুযোগ আসলে তা অবশ্যই কাজে লাগানোর চেষ্টা থাকবে।

চসিক স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ইপিআই কর্মসূচী জোরদার করার লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালিত নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে চলমান ইপিআই কার্যক্রমে কভারেজ শতভাগ সফল করার লক্ষ্যে চসিক স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত সকল জোনাল মেডিকেল অফিসার, ইপিআই টেশনিশিয়ান, স্বাস্থ্য সহকারী এবং বেসরকারী সংস্থা কর্মকর্তদের নিয়ে 'ইপিআই ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা' আজ বৃহস্পতিবার সকালে চসিক জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ ইমাম হোসেন রানা, সেইভ দ্যা চিলড্রেন এর কনসালটেন্ট ডাঃ বুশরা তাবাসুম, ইউনিসেফর কনসালটেন্ট ডাঃ প্রসূন রায়, ডেন্টিস্ট ডাঃ শাহনাজ আকতার ও ডাঃ পলাশ দাশ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডাঃ তপন কুমার চক্রবর্তী, ডাঃ মোঃ হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডঃ সুমন তালুকদার, ডাঃ আকিল মাহমুদ নাফে ও ডাঃ জুয়েল মহাজন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। বিশেষ করে দৈনন্দিন রুটিন টিকাদান কর্মসূচী জোরদার ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম শতভাগ অর্জনের লক্ষে কাজ করা হয়। তিনি বলেন, সম্প্রতি সারাদেশের ন্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে

সাধারণ জনগন আতঙ্কিত হয়েছেন। আমরা তাদের আস্বস্থ্য করছি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বর্তমানে ডেঙ্গু মশার বিস্তার রোধে সকলকে সচেতন হতে হবে এবং মশারি ব্যবহার করতে হবে।
ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী দৈনন্দিন রুটিন টিকাদান কর্মসূচীর পাশাপাশি কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কার্যক্রম এবং ডেঙ্গু রোগের প্রতিরোধের বিষয়ে গণসচেতনেসতা মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। ইহা ছাড়া দৈনন্দিন রুটিন টিকাদান কর্মসূচী জোরদার করার লক্ষ্যে টিকাদানের কভারেজ বৃদ্ধি, ড্রপ আউট, রিপোর্টিং, সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান।
সভায় বিগত ০৯ (নয়) মাসের ইপিআই কার্যক্রমের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশনের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডঐঙ) এসআইএমও ডাঃ সরওয়ার আলম এবং সভা পরিচালনা করেন ভ্যাকসিনেশান ইনচার্জ মোঃ আবু ছালেহ।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধে
৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে চান্দগাঁও ওয়ার্ডের পাঠানিয়া গোদাস্থ বাচাঁ মিয়া মিস্ত্রির বাড়ীর রাস্তার জায়গা থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে রাস্তাটি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। এবং চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার উৎসস্থল বিভিন্ন বাসা বাড়ীর ছাদ বাগান ও নির্মানাধীন ভবন পরিদর্শন করে এডিস মশার জন্মস্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এসময় আবাসিক এলাকায় দুইটি নির্মানাধীন ভবনে ও দুইটি বাড়ীর ছাদ বাগানে এডিস মশার বংশ বিস্তারে জমাটবদ্ধ পানির উৎস পাওয়ায় ৪ ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এতে অংশনেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও চান্দগাঁও থানা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩